সমকাল
তারিখ ... 04 JUN 2016
পৃষ্ঠা ... ২০ কলাম ২

ভিকারুননিসা ও কিশোরগঞ্জের এসভি স্কুল ফাইনালে

৪র্থ জাতীয় স্কুল বিজ্ঞান বিতর্ক প্রতিযোগিতা
[redacted]

■ সমকাল প্রতিবেদক

তুমুল তর্কযুদ্ধে বিজয়ী হয়ে বিএফএফ-সমকাল চতুর্থ জাতীয় স্কুল বিজ্ঞান বিতর্ক প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠেছে ঢাকার ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং কিশোরগঞ্জের এসভি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। গতকাল শুক্রবার ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত আসরের ১৬টি দল থেকে ফাইনালে ওঠার গৌরব অর্জন করে এ দুটি দল। এর মধ্যে এসভি গত আসরের এবং ভিকারুননিসা প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়ন দল।

'তর্কে-বিতর্কে বিজ্ঞানের সাথে' শীর্ষক প্রতিপাদ্যে তরুণ প্রজন্মকে বিজ্ঞানে আগ্রহী এবং তাদের মধ্যে যুক্তিবাদী মানস গড়ার লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন ও সমকাল চার বছর ধরে স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিজ্ঞানবিষয়ক এ বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে। সারাদেশের ৫২০টি স্কুলের অংশগ্রহণে দেশের বৃহত্তম বিতর্ক আসরের সূচনা হয়েছিল এ বছর মার্চে। ৬৪ জেলাকে ৯টি অঞ্চলে বিভক্ত করে প্রতিযোগিতায় জেলার চ্যাম্পিয়ন দল সুযোগ পায় অঞ্চল পর্যায়ের বিতর্কে। সেখান থেকে দেশসেরা ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

ভিকারুননিসা ও কিশোরগঞ্জের

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

১৬ বিতার্কিক দল অংশ নেয় গতকালের চূড়ান্ত আসরে। সেমিফাইনালে ভিকারুননিসা হারায় সিলেট সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজকে এবং বাগেরহাট বহুমুখী কলেজিয়েট স্কুলকে হারিয়ে দেয় কিশোরগঞ্জের এসভি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।

গতকাল সকালে প্রধান অতিথি হিসেবে দু'দিনব্যাপী চূড়ান্ত আসরের উদ্বোধন করেন বরেণ্য বিজ্ঞান লেখক প্রফেসর ড. আলী আসগর। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী, সমকালের সহযোগী সম্পাদক সবুজ ইউনুস, আগামী ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক নাফিসা খানম, সাবেক কৃতী বিতার্কিক ও বিতর্ক বিচারক রাশেদুল ইসলাম পল্লব। সভাপতিত্ব করেন চতুর্থ জাতীয় স্কুল বিজ্ঞান বিতর্ক প্রতিযোগিতার সমন্বয়ক ও সমকাল সুহৃদ সমাবেশের বিভাগীয় সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম আবেদ। সঞ্চালনা করেন সমকাল সুহৃদ সমাবেশের সহসম্পাদক আসাদুজ্জামান। প্রতিযোগিতার মডারেটর ছিলেন সমকালের সিনিয়র সহসম্পাদক হাসান জাকির। আজ শনিবার বিকেল সাড়ে ৩টায় রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ ক্যাম্পাসে প্রতিযোগিতার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হবে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করবেন কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অধ্যাপক আলী আসগর বলেন, বিতর্ক একটা সর্বজনীন ব্যাপার। সমাজে আমরা প্রতিনিয়ত বিতর্ক করছি। এ বিতর্কে অপরের কথা মনোযোগের সঙ্গে শুনতে হবে এবং সহনশীল হতে হবে পরস্পরের প্রতি। তিনি বলেন, বিতর্কের মধ্য দিয়ে সত্য তুলে ধরাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। সত্যে উপনীত হওয়ার জন্য ভিন্নমতকেও গ্রহণ করতে হবে। এভাবে শুদ্ধতার উপলব্ধিতে পৌঁছানো সম্ভব। বিতর্কের সৌন্দর্য রক্ষার জন্য সৃজনশীল, রসবোধসম্পন্ন, প্রাসঙ্গিক ও সার্বিক কথামালা তুলে ধরতে বিতার্কিকদের আহ্বান জানান তিনি।

সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী বলেন, বিতর্কের মাধ্যমে তৈরি হয় ব্যক্তিত্ববোধ। আগামীর প্রজন্ম বিজ্ঞানের যুক্তিতে নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও মানস গঠন করবে। সেজন্য নানা চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও সারাদেশে বিজ্ঞানকে ছড়িয়ে দেওয়ার এ বিশাল যুদ্ধে নেমেছে বিএফএফ-সমকাল।

সবুজ ইউনুস বলেন, সমাজে পশ্চাদপদ ধ্যান-ধারণা মাথাচাড়া দিচ্ছে। এর বিপরীতে একটি উদার, গণতান্ত্রিক, বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী সমাজ গঠনের স্বপ্ন নিয়ে লড়াই করে যাচ্ছে সমকাল। এ লড়াইয়ের চেতনা স্কুল পর্যায় থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে বিজ্ঞান বিতর্কের এ আয়োজন।

নাফিসা খানম বলেন, বিজ্ঞানকে সহজভাবে শিশুদের কাছে নিয়ে যেতে হবে। তাদের সঙ্গে নিয়ে এগোতে পারলে সমাজও এগিয়ে যাবে।

রাশেদুল ইসলাম পল্লব বলেন, বিতর্ক এখন ছড়িয়ে পড়েছে দেশের সর্বত্র। এ ক্ষেত্রে দেশের বিতর্ক সংগঠনগুলো ভূমিকা রেখেছে। তবে তৃণমূলে বিতর্ককে আরও জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে বিএফএফ-সমকালের ধারাবাহিক বিজ্ঞান বিতর্ক প্রতিযোগিতা বড় ভূমিকা পালন করছে।

চূড়ান্ত আসরে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন সাবেক কৃতী বিতার্কিক ও বিতর্ক বিচারক রাশেদুল ইসলাম পল্লব, মুকসিমুল আহসান অপু, জাকির হোসেন সামিন, নাসির উদ্দিন পিন্টু, আহমাদ জায়েদ, সাব্বির আহমেদ, আসাদুজ্জামান, মিফতাহ মাহমুদ, শাহনেওয়াজ শাহীন, তাসনিম মাহমুদ আসিফ, মাহমুদুল হাসান প্রমুখ।

প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত আসরে অংশগ্রহণকারী অন্য দলগুলো হলো– যশোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, নাটোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কক্সবাজার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজবাড়ী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জ বিএম ইউনিয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ধানমণ্ডি গভ. বয়েজ হাই স্কুল, ক্যামব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সেন্ট গ্রেগরি হাই স্কুল ও ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ।

সমকাল সুহৃদ সমাবেশের এ আয়োজনে সহযোগিতা করেছে বসুন্ধরা খাতা, এসিআই পিওর সল্ট, আগামী ফাউন্ডেশন, বঙ্গজ গ্রান্ড চয়েজ সলটেড বিস্কুট ও শেলটেক। ব্যবস্থাপনায় রয়েছে কিংবদন্তী মিডিয়া।